সমকাল

তারিখ 07 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে ধলা ইউনিয়নের সেকান্দরনগর গুচ্ছগ্রামে কোনো বিদ্যালয় না থাকায় শিশুরা শিক্ষাবঞ্চিত ■ সমকাল

তাড়াইলে সেকান্দরনগর গুচ্ছগ্রাম

‘পড়ালেহা করতে ইচ্ছা করে কিন্তু এইহানে ইস্কুল নাই’

■ সাইফুল হক মোল্লা দুলু, *কিশোরগঞ্জ অফিস*

‘পড়ালেহা করতে ইচ্ছা করে। ইস্কুলে যাইতে মন চায়। কিন্তু এইহানে কোনো ইস্কুল নাই। তাই লেহাপড়া করতে পারি না।’ কোথায় লেখাপড়া করো জানতে চাইলে মলিন মুখে এভাবেই উত্তর দিয়েছে মুক্তার হোসেন (৭) নামের শিশুটি। শুধু মুক্তার হোসেন নয়, হাওরের কাদাপানিমাখা ময়লা পোশাকে ছোটাছুটি করে ঘুরে বেড়ানো মাহমুদা আক্তার (৮), তোফাজ্জল হোসেনসহ (১০) অনেক শিশুই আক্ষেপ করে একই কথা জানাল। কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার ধলা ইউনিয়নের সেকান্দরনগর গুচ্ছগ্রামে গিয়ে এমন বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয় সবাইকে। এ গুচ্ছগ্রামে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় ৬ থেকে ১২ বছর বয়সের শতাধিক শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে বেড়ে উঠছে।

২০১০ সালের শেষদিকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় উপজেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে উপজেলার ধলা ইউনিয়নের শুনুই হাওরে সেকান্দরনগর মৌজার ৮ একর ২০ শতাংশ সরকারি খাস জমিতে সেকান্দরনগর গুচ্ছগ্রাম গড়ে তোলা হয়। এ গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা ৭০টি।

মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন শুনুই হাওরের মাঝখানে সেকান্দরনগর গুচ্ছগ্রামটির অবস্থান। এখানে যাতায়াতের জন্য হাওরের মাঝ দিয়ে কাঁচা একটি সরু রাস্তা ছাড়া কোনো ভালো রাস্তা নেই। এ রাস্তা দিয়ে কোনো যানবাহন চলাচল তো দূরের কথা, হাঁটাও কষ্টকর। বর্ষাকালে এ রাস্তাটিও পানিতে তলিয়ে যায়। এই গুচ্ছগ্রামটির সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে উত্তর সেকান্দরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৪ কিলোমিটার দূরে সেকান্দরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থান। দুর্গম হাওরের মধ্য দিয়ে ফাঁকা মাঠের এবড়োথেবড়ো মেঠোপথ পেরিয়ে হেঁটে দূরবর্তী স্থানের ওই বিদ্যালয়গুলোতে যাওয়া-আসা করা কোমলমতি শিশুদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

গত ৫ জানুয়ারি সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, হাওরের মাঝখানে অবস্থিত এ গুচ্ছগ্রামটির চারপাশে কোনো প্রতিরক্ষা দেয়াল নেই। ফলে প্রতি বছর বর্ষায় বিভিন্ন স্থানে ভাঙন দেখা দেয়। এ ছাড়া এ গুচ্ছগ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেনি। এখানকার স্যানিটেশনের অবস্থাও নাজুক। গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা সাহাবুদ্দীনের স্ত্রী তহুরা খাতুন বলেন, গত ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভোট চাইতে আসা প্রার্থীরা স্কুল ও রাস্তা করে দেওয়ার আশ্বাস দিলেও ভোটের পরে আর কেউ খবর নেননি। তাড়াইলের ইউএনও সুলতানা আক্তার বলেন, সেকান্দরনগর গুচ্ছগ্রাম উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে কোনো বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।